দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 3 FEB 2015 ...
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৩

১৭ দিনে ২২শ নতুন বই

■ মাইনুল শাহিদ

হরতাল-অবরোধে বই প্রকাশের ঢলকে আটকে রাখা যাচ্ছে না। গত ১৭ দিনে বইমেলায় নতুন আসা বইয়ের সংখ্যা ২২ শত পেরিয়ে গেছে। প্রতিদিন মেলায় আসছে এক থেকে দেড়শ' বই। নতুন বইয়ের ঢলে মেলার স্টলগুলো যেন বর্ষার ভরা নদীর মত উচ্ছল হয়ে উঠছে।

তবে বই প্রকাশের ঢলকে আটকাতে না পারলেও হরতাল-অবরোধে সাধারণের উপস্থিতি কিছুটা থমকে দিয়েছে। বিশেষ করে পেট্রোলবোমা আতংক এক ধরনের অস্বস্তি তৈরি করেছে। গত কয়েকদিন ধরে এর প্রভাব পড়ছে বইমেলায়। ফলে বিক্রিতেও একটু ভাটার টান লেগেছে। যদিও গতকাল সূর্য ডুবার আগ থেকেই মেলায় পাঠক-ক্রেতার পদচারণা বাড়তে থাকে। মেলার দুই অংশের প্রবেশ পথেই লক্ষণীয় ভিড় ছিল। অনেকেই দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে মেলায় প্রবেশ করেছেন।

যদিও অমর একুশে বইমেলা শুধু বইয়ের কেনা-বেচার মধ্যে সীমিত নয়। বইমেলাকে কেন্দ্র করে বাঙালির একটি নতুন সাংস্কৃতিক জোয়ারও সৃষ্টি হয়েছে এতদিনে। ফেব্রুয়ারির ঐতিহাসিক আত্মদানকে শুধু স্মরণী নয়, চর্চায় সমৃদ্ধ করার এক যুগবদ্ধ আয়োজনের নাম একুশে গ্রন্থমেলা। ভাষা-সংস্কৃতির প্রতি অদম্য আকর্ষণে বইমেলায় প্রতিদিন ছুটে আসছেন বইপ্রেমী জনতা। দলে-উপদলে অথবা একাকী এসে ভিড় করছেন বাংলা ভাষা চর্চার সবচেয়ে বড় মিলনকেন্দ্র বইমেলা প্রাঙ্গণে। ফেব্রুয়ারির এই বইমেলাকে উপলক্ষ্য করে সারাদেশের লেখক-প্রকাশকদের থাকে আলাদা আয়োজনও। গতকাল দেখা যায় দর্শনার্থী কমে গিয়ে মেলা প্রাঙ্গণে ক্রেতার ভিড়। আগত ক্রেতারা স্টল স্টলে স্বচ্ছন্দে ঘুরে সময় নিয়ে দেখে-শুনে বই কেনার সুযোগ পাচ্ছে এবার। পাঠক সমাবেশের প্যান্ডেলিয়নে কথা হচ্ছিল তরুণ কবি তুষার কবিরের সঙ্গে। এখানে বেশকিছু বিশ্বখ্যাত লেখকের অনুবাদ গ্রন্থ পাওয়া যায়। ছাপা ও বাঁধাইও আকর্ষণীয়। স্টলে বসার জায়গা ও বইয়ের ডিসপ্লে সুবিধাজনক হওয়ায় দেখেশুনে কিনতে পারব বলে মনে করছি। আমি প্রায় রোজই আসি। এই মেলায় 'অনিন্দ্য' থেকে আমার কবিতার বই 'ঘুড়ির ছড়ানো ঘুম' প্রকাশ পেয়েছে।' জানালেন তিনি। সোহরাওয়ার্দীর বিস্তৃত প্রাঙ্গণে আগত ক্রেতারা ঘুরতে ঘুরতে ক্লান্ত হলে অবস্থান নিচ্ছেন লেখক আড্ডায় অথবা চারপাশে ছড়ানো বাঁশের তৈরি বেঞ্চে। ক্রেতা সমাগম নিয়ে জানতে চাইলে অবসর প্রকাশনী ব্যবস্থাপনার দায়িত্বরত মো. শাহীন জানান, 'আমি প্রায় ১৭ বছর ধরে মেলায় থাকি। আগে যেমন দুপুরে স্টল খুলতেই একটা ভিড় পেতাম। এবার তা হচ্ছে না। আগে অনেকেই পরিবারসহ আসতো। মনে হচ্ছে এবছর বিচ্ছিন্ন ও ব্যক্তিগতভাবে আসছে সবাই। তার মতে, দেশের চলমান রাজনৈতিক বৈরী পরিস্থিতির কারণে এমনটা হচ্ছে। পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ২

১৭ দিনে ২২শ

২০ পৃষ্ঠার পর

হলে মেলায়ও প্রত্যাশিত ক্রেতার উপস্থিতি থাকবে। তবে এবছর পরিসর বড় হওয়ায় ভিড় চোখে না পড়লেও পাঠকরা দেখে শুনে-বই কেনার পরিবেশ পাচ্ছে।

শাহবাগ থেকে টিএসসিতে প্রবেশ করার মুহূর্ত থেকেই বইমেলার আমেজ পাওয়া যায়। বড় একটি মেলাকে ঘিরে স্বভাবতই তৈরি হয়ে যায় কিছু উপমেলাও। রাজু ভাস্কর্য চত্বরের পাশে খোলা আকাশের নিচেও অপ্রাতিষ্ঠানিক বিক্রেতা পসরা সাজিয়েছে বইয়ের। স্বল্পমূল্যে বিক্রি হচ্ছে বিভিন্ন পুরাতন বই। মেলায় আগতদের যে কেউ এখানে পৌঁছাতেই শুনবে কবিতার আবৃত্তি। 'বইমেলা উপলক্ষে নির্মিত তোরণটির ঠিক বা পাশেই স্বউদ্যোগে স্টল সাজিয়েছে 'আবৃত্তি মেলা'। মেলার সময়সূচি মেনে এটি খোলে ও বন্ধ হয়। স্পিকারে অনুচ্চ শব্দে টানা বাজতে থাকে বিখ্যাত কবিতা আবৃত্তি কিংবা গান। মেলায় আগত অনেকেই এখানে একবার ঢুঁ মেরে দেখেন, কিনে নেন পছন্দের কবির কবিতার আবৃত্তি। কেন মূল মেলায় সম্পৃক্ত হচ্ছেন না, জানতে চাইলে 'আবৃত্তি মেলা'র প্রধান নির্বাহী মাহিদুল ইসলাম বলেন, 'আমরা কর্তৃপক্ষকে বলেছি কিন্তু আমাদের রাখেনি। আমরাও তো বই-পত্রের একটা ডিজিটাল ভার্সন প্রকাশ করি।'

বইমেলার প্রথম দুই সপ্তাহে টিএসসি থেকে একাডেমির গেট পর্যন্ত রাস্তাটিতে বারোয়ারি পণ্য বিক্রেতাদের উপদ্রব না থাকলেও, গতকাল থেকে সে চিত্র পাল্টে গেছে। পরমাণু শক্তি কমিশনের সামনের অংশ থেকে খোলা আকাশের নিচে মৌসুমি বই বিক্রেতাদের দাপুর পেতে পাইরেটেড ও মানসম্পন্ন নয় এমন বই বিক্রি করতে দেখা গেছে। একাডেমি বা কালীমন্দিরের যে গেটটি দিয়ে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে প্রবেশ করতে হয় সেখানেও ভাসমান বারোয়ারি পণ্য বিক্রেতারা ক্রেতা আকর্ষণের চেষ্টা করছেন। ফলে শিশু-সন্তানসহ বই কিনতে আগত অভিভাবকরা টাকা খরচ করে ফেলছেন বইমেলার প্রবেশের আগেই। নিরাপত্তার দিকটিও কিছু শিথিল লক্ষ্য করা গেছে।

সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের ভিতরে প্রবেশ করতেই দেখা যায় ডালে ডালে ঝুলছে বইয়ের ডিজিটাল প্রিন্টের বেশকিছু বিজ্ঞাপন। রকমারির বিজ্ঞাপন ছিল চোখে পড়ার মতো। মেলা প্রাঙ্গণের এই মেলার সাথে সাথে সমভাবেই উপস্থিতি এবার অনলাইনে বইবিক্রেতা প্রতিষ্ঠান রকমারি ডট কমে। সকল প্রকাশনীর নতুন-পুরনো সব বই-ই অনলাইনে কেনার সুবিধা দিচ্ছে প্রতিষ্ঠানটি। সোহরাওয়ার্দী উদ্যান অংশের বইমেলার প্রবেশমুখে নির্মিত তোরণে ডিজিটাল ছাপে আছে সদ্য প্রয়াত খ্যাতনামা লেখকদের কোলাজ ছবি। ছবিগুলোর ওপরে লেখা, 'আমরা শ্রদ্ধা জানাই'।

আজ বুধবার দুপুর ৩টায় আবার খুলে যাবে বইমেলার দুয়ার।

মেলায় নতুন বই

মঙ্গলবার নতুন বই এসেছে ১২০টি এবং ১১টি নতুন বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করা হয়। এর কয়েকটি হলো— পাঠক সমাবেশ থেকে কামাল চৌধুরীর কবিতার বই 'ভ্রমণ কাহিনি', বিভাস থেকে আসলাম সানীর ছড়ার বই 'ভাষার জন্য জীবন ধন্য', শ্রাবণ থেকে তুষার আবদুল্লাহর গণমাধ্যমবিষয়ক বই 'দলবাজির সাংবাদিকতা', শুদ্ধস্বর থেকে মাসুদুজ্জামানের কবিতার বই 'নভোনীল সেই মেয়ে', আহমদ পাবলিশিং থেকে সাযযাদ কাদিরের প্রবন্ধগ্রন্থ 'বিশ্বসাহিত্যের সেরা সম্ভার সাগর পাড়', বিদ্যা থেকে হাসান হাফিজের কবিতার বই 'নির্বাচিত ১০০ প্রেমের কবিতা' ও আবিষ্কার থেকে নীরা লাহিড়ীর উপন্যাস 'নীপা'।

মূল মঞ্চে আয়োজন

বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে গতকাল বিকাল ৪টায় অনুষ্ঠিত হয় 'শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরী' শীর্ষক আলোচনা অনুষ্ঠান। এতে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন শিল্পী রফিকুন নবী। আলোচনায় অংশ নেন মফিদুল হক, মইনুদ্দীন খালেদ এবং সাজ্জাদ শরিফ। সভাপতিত্ব করেন শিল্পী সমরজিৎ রায় চৌধুরী। সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে মুক্তধারা আহমেদ মুরশেদের পরিচালনায় সংস্কৃতিক সংগঠন 'স্ব-ভূমি' এবং সালাউদ্দীন বাদলের পরিচালনায় সাংস্কৃতিক সংগঠন বাংলাদেশ আওয়ামী শিল্পীগোষ্ঠী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করে।

আজকের আলোচনা

আজ বুধবার বিকাল ৪টায় গ্রন্থমেলার মূল মঞ্চে অনুষ্ঠিত হবে স্থপতি সৈয়দ মাইনুল হোসেন' শীর্ষক আলোচনা অনুষ্ঠান। এতে প্রবন্ধ উপস্থাপন করবেন স্থপতি মোবাশ্বের হোসেন। আলোচনায় অংশ নেবেন সামসুল ওয়ারেস, রবিউল হুসাইন, এবং তানজিনা হোসেন। সভাপতিত্ব করবেন শিল্পী মুস্তাফা মনোয়ার।